



হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

অস্থায়ী ক্যাম্পাসঃ ভাদৈ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ-৩৩০০

জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর

<https://hau.ac.bd>

prp@hau.ac.bd

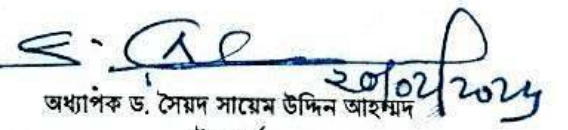
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে মাননীয় উপাচার্যের বাণী

২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন) বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অনন্য মহিমান্বিত ও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত দিন। ১৯৫২ সালের এই দিনে বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় যে চেতনার স্ফূরণ ঘটেছিল, তা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম সুসংগঠিত প্রতিরোধ। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অকুতোভয় ছাত্রসমাজ ১৪৪ খারা ভাঙ করে রাজপথে নেমে এলে পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত ও শফিউরসহ নাম না জানা অনেক বীর শহিদ হন। তাঁদের এই রক্তমাত আত্মত্যাগ কেবল আমাদের মুখের ভাষাকে রক্ষা করেনি, বরং বিশ্বের দরবারে ভাষাগত বৈচিত্র্য ও মাতৃভাষার অধিকারকে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভাষা আন্দোলন ছিল শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এবং সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে উদারতার এক কালজয়ী লড়াই। এটি বাঙালির জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ এবং আমাদের আত্মপরিচয়ের এক অমর দলিল। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা এবং ২০১০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে এর সর্বসম্মত স্বীকৃতি আমাদের জন্য এক বিরল সম্মান ও অনন্য অর্জন। এর মাধ্যমেই বাংলা ভাষা আজ বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

উন্নত বিশ্বের আদলে আমাদেরও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় মাতৃভাষার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করলে আমাদের মেধা ও সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হবে, যা মূলত শহিদদের লালিত স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করবে।

এই মহান দিনে আমি সকল ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।



অধ্যাপক ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহম্মদ

উপাচার্য

হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

হবিগঞ্জ-৩৩০০